৩০.১০ করহার কাঠামো [Tax Rate Structure]

আমরা দেখেছি যে করদাতার করপ্রদানের সামর্থ্য তার আয়, সম্পত্তি ও ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এখন করপ্রদানের সামর্থ্যবিচারের পর কর হার কাঠামোর প্রশ্ন ওঠে। কর-হার কাঠামো অবশ্যই ন্যায়বিচারের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া চাই। আমরা আপাতত আয়কে করপ্রদান ক্ষমতার প্রাথমিক মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছি। তাহলে উচ্চ-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি কতটা করভার বহন করবে? কোন্ হারে বিভিন্ন আয়স্তরের ওপর কর ধার্য করা হবে?

কারো কারো মতে কর-হার সমানুপাতিক হওয়া উচিত। সম্পদ বা আয়ের পরিমাণ যাই হোক না কেন কর-হার অপরিবর্তিত থাকলে তাকে সমানুপাতিক (proportional tax) কর বলে। এ্যাডাম স্মিথ সমানুপাতিক কর-হার ধার্যের কথা বলেন। বর্তমানে অনেকেই প্রগতিশীল কর বসানোর পক্ষপাতী। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর-হার বাড়লে তাকে প্রগতিশীল (progressive tax) কর বলে। অর্থাৎ, প্রগতিশীল করের ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির তুলনায় কর-বৃদ্ধির হার বেশি। আবার, কর-হার কাঠামো প্রগতিশীলের পরিবর্তে অধোগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে। উচ্চ আয়ের ক্ষেত্রে কর-হার কমে গেলেও স্বল্প আয়ের ক্ষেত্র করের হার বেশি হলে তাকে অধোগতিশীল কর (regressive tax) বলে। অর্থাৎ, অধোগতিশীল করের ক্ষেত্রে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে করের হার হ্রাস পায়। নিচের চিত্র থেকে এই তিন ধরনের কর-কাঠামোর চরিত্র অনুধাবন করা যায়।

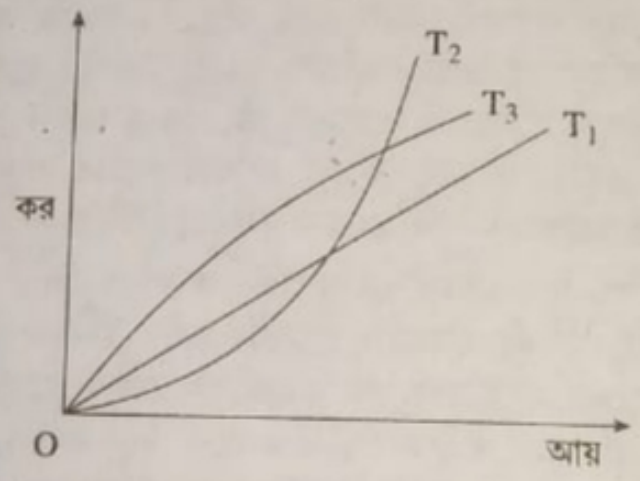

চিত্র ৩০.১ : আয় ও কর-হারের মধ্যে সম্পর্ক

চিত্রের T_1 রেখা সমানুপাতিক করের ইঙ্গিত দেয়। এই ধরনের করের ক্ষেত্রে গড় কর-হারর [অর্থাৎ, মোট দেয় কর ÷ মোট আয়] এবং প্রান্তিক কর-হার [অর্থাৎ কর-হারের পরিবর্তন ÷ আয়স্তরের পরিবর্তন] স্থির থাকে। অপরদিকে, প্রগতিশীল করের [চিত্রের T_2 রেখা] ক্ষেত্রে গড় ও প্রান্তিক কর-হার আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। আর, প্রতিক্রিয়াশীল করের [চিত্রের T_3 রেখা] ক্ষেত্রে গড় ও প্রান্তিক কর-হার আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়।

৩০.১১ প্রগতিশীল কর বনাম সমানুপাতিক কর [Progressive Tax versus Proportional Tax]

প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থায় আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে কর-হার বেড়ে যায় এবং সমানুপাতিক কর-ব্যবস্থায় আয়ের প্রতিটি স্তরে করের হার অপরিবর্তিত থাকে। পরপৃষ্ঠার তালিকাটি এই দুপ্রকার করের পার্থক্য নির্দেশ করে।

আয়	দেয় করের পরিমাণ [প্রগতিশীল কর]	করের হার	দেয় করের পরিমাণ [সমানুপাতিক কর]	করের হার
10,000 টাকা	100 টাকা	1%	100 টাকা	1%
1,00,000 "	2,000 "	2%	1,000 "	1%
10,00,000 "	30,000 "	3%	10,000 "	1%

ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থবিদ্যাবিদরা সমানুপাতিক করের পক্ষপাতী ছিলেন। অধ্যাপক জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করতেন যে প্রগতিশীল হারে কর ধার্য করা করদাতাকে 'লুণ্ঠন' করারই শামিল। অবশ্য, আধুনিককালের অর্থবিদ্যাবিদরা প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থাকে আদর্শ কর-ব্যবস্থা বলে মনে করেন। কারণ, এই কর-ব্যবস্থা করদাতার সামর্থ্য ও ন্যায়বিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রগতিশীল করের পক্ষে ও সমানুপাতিক করের বিপক্ষে যুক্তি

প্রগতিশীল করের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দেখানো হয় : [১] প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থায় করদাতার করপ্রদানের সামর্থ্য স্বীকার করা হয়। উচ্চ-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির করদানের সামর্থ্য স্বল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির তুলনায় বেশি বলে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তির আয়ের ওপর ধার্য করের হার বেশি হয়। আমরা জানি যে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। আবার, আয় বা সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে করদাতার করদানের সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায় বলে প্রগতিশীল কর সমর্থনীয়। পক্ষান্তরে, করপ্রদানের সামর্থ্যের নীতিটি সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। কার্যত, সমানুপাতিক কর-হার ধার্য করা হলে করের বোঝা সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর ওপরই বেশি পড়ে। আগেই বলা হয়েছে যে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বা টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। দরিদ্রদের তুলনায় ধনীদের অর্থের প্রান্তিক উপযোগ কম। সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে যেহেতু ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে একই কর-হার বহন করতে হয়, সেহেতু ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের ত্যাগস্বীকারের মাত্রা অনেক বেশি। সুতরাং, সামর্থ্যের নীতি সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে মানা হয় না। [২] সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রগতিশীল কর সমর্থনযোগ্য। এই করের অন্যতম গুণ হল এই যে এর মাধ্যমে আয় ও সম্পদবণ্টনে বৈষম্য হ্রাস, অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে লোককল্যাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। কারণ, দরিদ্রদের তুলনায় ধনী ব্যক্তিদের উচ্চহারে কর দিতে হয়। অপরদিকে, সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি করদাতাকে এক নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করতে হয় বলে আয় ও সম্পদবণ্টনে অসমতা হ্রাসের পরিবর্তে অসমতা আরও বৃদ্ধি পায়। তাই, সমানুপাতিক কর সামাজিক ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। [৩] কেইনস মনে করতেন যে প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থার সাহায্যে ভোগ ও নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। আমরা জানি যে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মোট আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ধনীদের ওপর উচ্চহারে কর ধার্য করে [কারণ তাদের সামর্থ্য বেশি] সেই টাকা গরীবদের কল্যাণার্থে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এর ফলে সমাজে একদিকে যেমন বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ে, অপরদিকে তেমনি মোট ভোগব্যয় বেড়ে যায়। সুতরাং, আয় ও নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর করার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল কর সমর্থনীয়। [৪] এ্যাডা

স্মিথ ও আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদদের নির্দেশিত কর-সংক্রান্ত নীতি প্রগতিশীল করের ক্ষেত্রে মেনে চলা হয়। এই করের প্রশাসনিক ব্যয় অনেক কম। প্রগতিশীল কর অনেক বেশি উৎপাদনশীল ও স্থিতিস্থাপক বলে সরকার একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারে, অপরদিকে কর-হারের পরিবর্তন করে রাজস্বের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। সমানুপাতিক করের উৎপাদনশীলতা খুবই কম। এছাড়া, সমানুপাতিক কর অস্থিতিস্থাপক।

প্রগতিশীল করের বিপক্ষে ও সমানুপাতিক করের পক্ষে যুক্তি

[১] সমানুপাতিক করের অন্যতম গুণ হল সারল্য। প্রগতিশীল করের মতো বিভিন্ন আয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের কর-হার ধার্য করার প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল কর জটিল। সারল্যই করনীতি নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত। [২] দেশের কর-ব্যবস্থায় জটিলতা দেখা দিলে তা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়। প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থায় কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা অত্যধিক। উচ্চহারে কর দিতে হয় বলে করদাতা অধিকাংশ সময় তার আয় গোপন করে করভার এড়িয়ে যায়। কিন্তু, সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে কর ফাঁকির প্রবণতা কম। কিন্তু, এই যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, সমানুপাতিক বা প্রগতিশীল, যে হারে কর ধার্য করা হোক না কেন, করের হার অত্যধিক হলে করদাতা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া, প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থায় করের হার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে। অবশ্য, সমানুপাতিক করও এই ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। [৩] প্রগতিশীল করের ক্ষেত্রে টাকার প্রান্তিক উপযোগ কতটা হ্রাস পায় তা পরিমাপযোগ্য নয়। আবার, তা সকলের ক্ষেত্রে এক হতে পারে না। অথচ, এই অবৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রগতিশীল কর ধার্য করা হয়। [৪] প্রগতিশীল কর ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ নষ্ট করে। উচ্চহারে কর ধার্য করা হলে ব্যক্তি তার কাজ করার স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। কারণ, সে জানে যে তার অতিরিক্ত আয়ের ওপর কর ধার্য করা হবে। সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে এ যুক্তি খাটে না। তবে গবেষণা করে দেখা গেছে যে করদাতার কর্মোদ্যমের ওপর করের বিরূপ প্রভাব খুবই সামান্য। [৫] প্রগতিশীল কর ব্যক্তির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে। ফলে মূলধনের গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

তথাপি, প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য। সামাজিক ন্যায়বিচারের খাতিরে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদে, অধিক রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রগতিশীল করের প্রধান ত্রুটি করের হার। এ ছাড়া, কিছু প্রশাসনিক ত্রুটিও আছে। উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলে প্রগতিশীল করের অনেক ত্রুটিই দূর করা সম্ভবপর। অপরদিকে, সমানুপাতিক কর অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ব্যর্থ হয়। এই করের উৎপাদনশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা খুবই সামান্য। এই সমস্ত কারণে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা দেখা যায়।

৩০.১২ কর সঞ্চালন, করঘাত এবং করপাত [Shifting, Impact and Incidence]

প্রতিটি করের একধরনের বোঝা আছে যা করদাতাকে বহন করতে হয়। করের এই বোঝা এড়ানোর জন্য করদাতা অনেক ক্ষেত্রেই করের বোঝা অন্য কারো ওপর চাপাতে আগ্রহী হয়। একের ওপর থেকে অপরের নিকট করভার স্থানান্তর করার পদ্ধতিকে করসঞ্চালন বলে। কোন কর ধার্য করা হলে যার কাছ থেকে কর সংগৃহীত হয় সেই ব্যক্তি করের প্রাথমিক বোঝা বহন করে। একে করঘাত বলে। অনেক সময় দেখা যায় যে সেই

ব্যক্তি নিজে করের বোঝা বহন না করে অপরের কাঁধে স্থানান্তর করে। এই স্থানান্তরের ফলে সর্বশেষ করের বোঝা যে বহন করে তার ওপর করপাত বর্তায়। সুতরাং, করঘাত হল করের প্রাথমিক বোঝা এবং করপাত হল করের সর্বশেষ বোঝা। তবে, যে সমস্ত করের ক্ষেত্রে করের ভার অন্য কারোর ওপর স্থানান্তরিত করা যায় না সেক্ষেত্রে করের প্রাথমিক ভার [করঘাত] এবং সর্বশেষ ভার [করপাত] একই ব্যক্তিকে বহন করতে হয়। সাধারণত, আয়করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তিকে বহন করতে হয়। অপরদিকে, বিক্রয়করের ক্ষেত্রে করঘাত [উৎপাদক বহন করে] ও করপাত [যা ক্রেতাকে বহন করতে হয়] বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে করপাত কার ওপর বর্তাবে তা করসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি শেষ না হলে নির্ধারণ করা যায় না।

অগ্রমুখী ও পশ্চাৎমুখী করসঞ্চালন

করসঞ্চালন অগ্রমুখী ও পশ্চাৎমুখী হতে পারে। কোন দ্রব্যের ওপর কর ধার্য করা হলে তা উৎপাদকের কাছ থেকে কর কর্তৃপক্ষ আদায় করে। কিন্তু, উৎপাদক করের সমস্তটাই নিজে বহন না করে ক্রেতার কাঁধে তা চালান করে। এই অবস্থায় সে দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। এই ধরনের করসঞ্চালনকে অগ্রমুখী করসঞ্চালন বলে। অপরদিকে, করের বোঝা যদি ক্রেতার থেকে উৎপাদকের কাঁধে বা উৎপাদক থেকে উৎপাদনের উপকরণের যোগান-দাতার কাঁধে স্থানান্তরিত করা হয় তবে তাকে পশ্চাৎমুখী করসঞ্চালন বলে। এই অবস্থায় কর ধার্যের দরুন দ্রব্যের দাম বাড়ে না। অথচ, করের বোঝা উৎপাদক বা উৎপাদনের যোগানদাতাকে বহন করতে হয়। বাস্তবে অগ্রমুখী করসঞ্চালনই বেশি দেখা যায়।

করপাত নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

ক্রেতা ও উৎপাদকের মধ্যে করপাতের বণ্টন নানাবিধ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রাথমিকভাবে কোন দ্রব্যের ওপর কর ধার্য করা হলে করের বোঝা উৎপাদকের ওপরই বর্তায়। উৎপাদক তা ক্রেতার কাঁধে সঞ্চালনের চেষ্টা করে। করসঞ্চালনের সুযোগ নির্ভর করে [ক] ঐ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, [খ] বাজারের প্রকৃতি, [গ] উৎপাদনের ব্যয় বিধি, [ঘ] করের ধরন এবং [ঙ] সময় ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর।

[ক] চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা : কোন দ্রব্যের ওপর কর ধার্য করা হলে সেই করের বোঝা উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হবে তা প্রধানত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ওপর। [এ সম্পর্কে আমরা প্রথম খণ্ডেই আলোচনা করেছি।]

[খ] বাজারের প্রকৃতি : বিক্রয় কর বা উৎপাদন শুল্কের করভারের সঞ্চালন ও করপাত বাজারের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। আমরা একাদশ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের বাজারের কথা বলেছি। বাজার প্রধানত দুধরনের—পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার আবার বিভিন্ন ধরনের হয়। আমরা এখানে শুধুমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারে করসঞ্চালন ও করপাত নিয়ে আলোচনা করব।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান দাম-গ্রহীতা হিসাবে আচরণ করে। আমরা জানি দ্রব্যের ওপর কর আরোপিত হলে দ্রব্যের দাম বাড়ে। এই অবস্থায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠান দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে করের অগ্রমুখী সঞ্চালনে অক্ষম। করের অগ্রমুখী সঞ্চালন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের মাধ্যমেই সম্ভবপর। দীর্ঘকালে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় প্রতিটি

উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। এই সময় কর ধার্যের ফলে প্রান্তিক অবস্থার নিচে অবস্থিত কিছু উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের (sub-marginal firms) লোকসান হয় এবং তারা ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে ঐ পণ্যের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হতে থাকে এবং দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকে। এইভাবে করভার বিক্রেতা থেকে ক্রেতার দিকে সঞ্চালিত হয় ও করপাতের এক বিরাট অংশ ক্রেতা বহন করে। কিন্তু, স্বল্পকালে পণ্যের যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় বিক্রেতাকেই বেশি করপাত বহন করতে হয়।

একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদিত পণ্যের ওপর কর আরোপিত হলে যে করসঞ্চালন প্রক্রিয়া শুরু হয় তা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের মতো কর আরোপের দরুন পণ্যের দাম করের পরিমাণের সমান হবে, না তার বেশি বা কম হবে তা নির্ভর করে প্রধানত চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক স্থিতিস্থাপকতার ওপর।

[গ] উৎপাদন ব্যয়বিধি : করসঞ্চালন প্রক্রিয়া ও করপাত উৎপাদনের ব্যয়বিধির ওপরও নির্ভর করে। যে দ্রব্যের ওপর কর ধার্য করা হয় সেই দ্রব্যটি যদি সমানুপাতিক ব্যয়বিধির অধীনে উৎপাদিত হয় তাহলে করের সমপরিমাণ অগ্রগামী করসঞ্চালন ঘটবে। অর্থাৎ, করপাতের সবটাই বর্তাবে ক্রেতার ওপর। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে করের সমপরিমাণ অগ্রগামী করসঞ্চালন ঘটবে না। করের পরিমাণের তুলনায় দ্রব্যের দাম কম বৃদ্ধি পাবে। স্বভাবতই বিক্রেতাকে বেশি করভার বহন করতে হবে। অপরদিকে, ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

[ঘ] করের ধরন : বিভিন্ন ধরনের করসঞ্চালন প্রক্রিয়া ও করপাত ভিন্ন ধরনের। সাধারণত প্রত্যক্ষ করের [যেমন আয়কর, সম্পত্তিকর] ক্ষেত্রে করসঞ্চালন ঘটে না। কারণ এই ধরনের করের সঙ্গে বাজারে কোন লেনদেনের সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু, পরোক্ষ করের [যেমন, বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক] করসঞ্চালন ঘটে এবং তা প্রধানত নির্ভর করে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ওপর।

আবার, যে সমস্ত করের ভিত্তি বিস্তৃত সেক্ষেত্রে করসঞ্চালন সম্ভবপর। যেমন, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির ওপর প্রমোদকর। এই সমস্ত করের করভার বিক্রেতা ক্রেতার নিকট সঞ্চালিত করতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক বলে করসঞ্চালন সহজতর হয়। কিন্তু, করের ভিত্তি সঙ্কীর্ণ হলে করসঞ্চালন করা দুরূহ। ধরা যাক, সিনেমার ওপর প্রমোদকর ধার্য করা হল ও থিয়েটার করমুক্ত থাকল। সিনেমার পরিবর্ত হিসাবে লোকে তখন বেশি থিয়েটার দেখা শুরু করবে। অর্থাৎ, সিনেমার চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হওয়ায় করসঞ্চালন কম সহজতর হবে ও করপাত বিক্রেতাকেই বেশি পরিমাণে বহন করতে হবে।

[ঙ] সময় : স্বল্পকালীন সময়ে বিক্রেতা অনেকাংশে করভার বহন করলেও দীর্ঘকালে ক্রেতাকেই করের বোঝা বেশি বহন করতে হয়।

এ ছাড়া, করসঞ্চালন ভৌগোলিক এলাকার ওপরও নির্ভর করে। ভৌগোলিক এলাকা সঙ্কীর্ণ হলে এবং সেখানে স্থানীয় কর (local tax) আরোপিত হলে করের আর্থিক বোঝা ক্রেতার পক্ষে সঞ্চালন করা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, ক্রেতা প্রতিবেশী এলাকা [যেখানে স্থানীয় কর ধার্য করা হয়নি] থেকে স্থানীয় কর-মুক্ত দ্রব্য পেতে পারে। স্বভাবতই,

ভৌগোলিক এলাকা বিস্তৃত হলে স্থানীয় করের ব্যাপ্তিও ব্যাপক হয়। ফলে, বিক্রেতার পক্ষে করসঞ্চালন করা সহজতর হয়। এই যুক্তির ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে জাতীয় পর্যায়ে ধার্য কর (national tax) স্থানীয় করের তুলনায় বেশি সঞ্চালিত হয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বণ্টিত হয়। অবশ্যই, চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এই অবস্থাতেও করপাত নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।

৩০.১৩ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর [Direct and Indirect Taxes]

কর দু প্রকারের : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সংজ্ঞা দিতে গেলে করঘাত ও করপাত সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপিত হয় সেই ব্যক্তিই যদি করের প্রাথমিক বোঝা বহন করে তবে তাকে করঘাত বলে। অনেক সময় দেখা যায় সেই ব্যক্তি নিজে করের বোঝা বহন না করে অপরের কাঁধে তা সঞ্চালন করে। সর্বশেষ যে ব্যক্তি করের বোঝা বহন করে তাকে করপাত বলে। তবে, কখনো কখনো করদাতা করের বোঝা অন্যের কাঁধে চালান করতে পারে না বলে করঘাত ও করপাত দুই-ই তার ওপর পড়ে।

যে করের ক্ষেত্রে করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। অর্থাৎ, যার ওপর কর আরোপিত হয় তাকেই তা দিতে হয়। যেমন, আয়কর। আয়করের বোঝা করদাতা অন্য কারোর ওপর স্থানান্তর করতে পারে না। অন্যদিকে, যে করের করঘাত ও করপাত বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে পরোক্ষ কর বলে। পরোক্ষ করের [যেমন, বিক্রয় কর] ক্ষেত্রে যার ওপর কর ধার্য করা হয় [যেমন, উৎপাদক বা বিক্রেতা] সে নিজে করভার বহন না করে অন্যের ওপর [যেমন, ক্রেতা] তা সঞ্চালন করে। এক্ষেত্রে করদাতা পরোক্ষভাবে সরকারকে কর দেয়। এই করের করঘাত পড়ে উৎপাদকের ওপর। কিন্তু, করপাত পড়ে ক্রেতার ওপর।

প্রত্যক্ষ করের পক্ষে যুক্তি বা সুবিধা

[১] করদাতার করপ্রদানের ক্ষমতা অনুযায়ী এই কর ধার্য করা হয়। এর ফলে ন্যায়-বিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করদাতাগণের মধ্যে করভারের বণ্টন সম্ভবপর। [২] এই কর যেহেতু প্রগতিশীলতার নীতি মেনে চলে সেহেতু আয় ও সম্পদের বণ্টনে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা বা হ্রাস করা সম্ভবপর। [৩] এই করের আর্থিক ভার সুনিশ্চিত। করদাতা জানে কোথায়, কবে, কিভাবে, কি পরিমাণ কর দিতে হবে। অর্থাৎ, করদাতা আগে থেকেই কর প্রদানের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে যাতে করপ্রদানের সময় অসুবিধায় না পড়তে হয়। তবে, করদাতার দিক থেকে যেমন এই কর সুবিধাজনক, তেমনি সরকারের দিক থেকেও এই কর অনেক বেশি নিশ্চয়তার দাবি করে। সরকারও তেমনি আর্থিক বছরে কতটা পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে তার হিসাব-নিকাশ আগে থেকেই করতে পারে, যাতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ব্যাহত না হয়। [৪] প্রত্যক্ষ কর স্থিতিস্থাপক। প্রয়োজনবোধে সরকার করের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। [৫] এই কর আদায়ের ব্যয় কম এবং উৎপাদনশীল। যেমন, কোম্পানি কর বা আয়করের মতো প্রত্যক্ষ কর উৎস থেকেই আদায় করা হয়। অর্থাৎ, নিয়োগকর্তাই করদাতার কাছ থেকে করবাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দিতে বাধ্য থাকে। তাই প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের ব্যয় কম। [৬] প্রত্যক্ষ করদাতা রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে সজাগ থাকে। করদাতা যেহেতু সরকারী ব্যয়নির্বাহের জন্য কর

দেয় সেহেতু সে সরকারী ব্যয়ের ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকে। এর ফলে করদাতার নাগরিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। [৭] প্রত্যক্ষ কর মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সমাজের মোট ব্যয়ের [ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়] বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা সৃষ্টি করে। আয়ের ওপর কর-হার বাড়িয়ে ব্যক্তির ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ হ্রাস করে মোট ব্যয় কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রত্যক্ষ করের বিপক্ষে যুক্তি বা অসুবিধা

[১] প্রত্যেক করদাতার করপ্রদানের সামর্থ্যের নিখুঁত পরিমাপ করার অসুবিধার দরুন কর-হারে প্রগতিশীলতার সূক্ষ্ম মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ, দেশের প্রত্যক্ষ কর-কাঠামোয় হয় অতিমাত্রায় নতুবা উচ্চমাত্রায় প্রগতিশীলতা দেখা দিতে পারে। তাই বলা যেতে পারে যে কর-হার ধার্যের বিষয়টি সরকারের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে। কারণ, কর ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বামপন্থী সরকার উচ্চহারে কর বসানোর পক্ষপাতী। কিন্তু, দক্ষিণপন্থী সরকার কর-হার নিম্ন রাখার পক্ষপাতী। [২] প্রত্যক্ষ করের অন্যতম ত্রুটি হল যে এই ধরনের কর করদাতার কাছে অসুবিধাজনক। অধিকাংশ সময়ে করদাতাকে বেশি পরিমাণে কর দিতে হয় বলে তা তার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, কর কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির জন্য করদাতাকে আয়-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদির নথিপত্র পেশ করতে হয় ও জটিল নিদর্শপত্র ভরাট করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় আয়কর আইনে জটিলতা তথা অসুবিধার মাত্রা এত বেশি যে করদাতাকে করপ্রদানের সময় কর-উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। ফলস্বরূপ, করপ্রদান শুধু অসুবিধাজনকই নয়, ব্যয়বহুলও হয়ে দাঁড়ায়। [৩] এই কর অপ্রিয়। কারণ, করের বোঝা প্রত্যক্ষভাবে করদাতাকে বহন করতে হয়। [৪] এই কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি। সর্বোপরি, করের হার যদি বেশি হয় তবে এর ফলে দেশে কালো টাকার [সমান্তরাল] অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি হতে পারে [যেমন, ভারতে হয়েছে]। আবার, কালো টাকার আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ ফল হল আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা বৃদ্ধি। [৫] উচ্চ হারে প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হলে জনসাধারণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ স্পৃহা হ্রাস পায়। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

পরোক্ষ করের পক্ষে যুক্তি বা সুবিধা

[১] পরোক্ষ করের অন্যতম বড় গুণ হল যে এই কর প্রদান প্রত্যক্ষ করের তুলনায় কম অসুবিধাজনক। করদাতাকে কম পরিমাণে কর দিতে হয় এবং সর্বোপরি যখন সে দ্রব্য ক্রয় করে থাকে। তখন দ্রব্যের দামের মধ্যে এই কর অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে এবং কম পরিমাণে কর দিতে হয় বলে এই কর প্রদান করদাতাদের পক্ষে সুবিধাজনক। কখনো কখনো করদাতার করপ্রদানের অনুভূতিও থাকে না যেহেতু দ্রব্যের দামের মধ্যে কর লুক্কায়িত থাকে। আবার, প্রত্যক্ষ কর প্রদান বাধ্যতামূলক হলেও করদাতা দ্রব্য ক্রয় না করে পরোক্ষ কর এড়িয়ে যেতে পারে বলে এ ধরনের কর সুবিধাজনক। [২] স্থিতিস্থাপকতা ও উৎপাদনশীলতাও এই করের অন্যতম গুণ। সর্বোপরি, যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর এই কর ধার্য করা হয় তখন কর-হারের বৃদ্ধি ঘটিয়ে সরকার অধিকতর পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারে। [৩] প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের ভিত্তি বেশি বিস্তৃত। ন্যূন-তম ছাড়-সীমা (exemption limit) থাকায় প্রত্যক্ষ কর [আয়কর] সকলের কাছ থেকে আদায় করা যায় না। কিন্তু, পরোক্ষ কর মোটামুটিভাবে প্রায় সর্বস্তরের ব্যক্তিকেই বহন করতে হয়। ৪] যেহেতু দ্রব্যের দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে, সেহেতু এই কর ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

[৫] ক্ষতিকারক দ্রব্যের [মদ, ক্ষতিকারক ঔষধ ইত্যাদি] ওপর কর বসিয়ে ঐ সমস্ত দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ সংস্কারের কাজ করা যায়। ক্ষতিকারক দ্রব্যের ওপর কর বসিয়ে বা করের হার বৃদ্ধি করে পরোক্ষভাবে সমাজকল্যাণের কাজও করা যায়। [৬] মুদ্রাস্ফীতি নিরোধক অস্ত্র হিসাবে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ কর বেশি কার্যকরী হয়।

পরোক্ষ করের বিপক্ষে যুক্তি বা অসুবিধা

[১] এই করকে প্রতিক্রিয়াশীল বা ন্যায়বিচার বিরোধী কর বলে আখ্যা দেওয়া যায়। এই করে প্রগতিশীলতার নীতি অনুসৃত হয় না। ধনী-দরিদ্র সকলেই একই হারে কর দিতে বাধ্য। ফলে করের বোঝা ধনীর তুলনায় গরীবের ওপর বেশি পড়ে। [২] এই কর অনিশ্চিত। পরোক্ষ কর বসিয়ে কি পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হতে পারে তার সঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়। কর ধার্য করার দরুন যখনই কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় তখনই চাহিদার সাধারণ সূত্র অনুসারে দ্রব্যটির চাহিদা বাজারে হ্রাস পায়। যেহেতু কর ধার্য করার দরুন চাহিদা কতখানি হ্রাস পাবে তার সঠিক হিসাব নির্ধারণ করা সম্ভব নয় সেহেতু পরোক্ষ কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও সরকারের কাছে অধিকাংশ সময়ে অনিশ্চিত হয়ে থাকে। [৩] পরোক্ষ কর আদায় করার প্রশাসনিক ব্যয় অনেক ক্ষেত্রেই [যেমন, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক] বেশি। এই অর্থে এই কর খুব উৎপাদনশীল নয়। [৪] পরোক্ষ কর করদাতার নাগরিক চেতনা বাড়ায় না। কারণ, দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলে ব্যক্তির করপ্রদানের অনুভূতি কম হয়। অবশ্য করের হার খুব বেশি হলে জনসাধারণ প্রতিবাদ জানায়। [৫] এই কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ আছে। কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য অনেক সময় উৎপাদক গোপনে বাজারে দ্রব্য বিক্রি করে। যেমন, ভারতে টেরিলিন ইত্যাদি বস্ত্রের 'কাট-পিস্' বিক্রি করে চালাও কর-ফাঁকির সুযোগ রয়েছে। [৬] পরোক্ষ করের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (cost push inflation) দেখা দেয়।

মন্তব্য

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ত্রুটিসমূহ অধিকাংশই প্রশাসনিক। প্রশাসনিক ব্যবস্থা কঠোর করে ঐ অসুবিধা অনেকাংশে দূর করা যায়। ন্যায় ও সমতার বিচারে প্রত্যক্ষ কর পরোক্ষ করের তুলনায় অধিকতর কাম্য। তবে, এর অর্থ এই নয় যে পরোক্ষ কর ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ। বিলাসদ্রব্যের ওপর উচ্চ হারে কর ধার্য করা হলে সেই করের বোঝা ধনীদেরকেই বহন করতে হয়। উত্তম করব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য থাকা দরকার। এ ছাড়া সাম্প্রতিককালে সরকারের কার্যকলাপের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ করের ওপর নির্ভর করা যায় না। অধিক রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরোক্ষ করও আরোপ করতে হয়। তাই সামাজিক ন্যায়বিচার, অধিক রাজস্ব সংগ্রহ, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের প্রয়োগ আবশ্যক। কোন একটি করের দ্বারা করের যাবতীয় উদ্দেশ্য [রাজস্ব ও অ-রাজস্ব উদ্দেশ্য] সাধিত হয় না। তাই অপর একটি করের প্রয়োজন। সুতরাং, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর পরস্পরের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তাই একজন অর্থবিদ এই দুধরনের করকে 'সমভাবে আকর্ষণীয় দুটি ভগিনী' বলে অভিহিত করেন। এই দুধরনের করের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এই অভিমত প্রদানে তিনি নিরপেক্ষ।

অবশ্য, কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গীতে কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করকে বেশি স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী। এতদসত্ত্বেও, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের কর-কাঠামোয় বিচক্ষণতার সঙ্গে এই দুধরনের করই প্রয়োগ করা হয়।